স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 4, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, August 2013

যখন মুসলমানেরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর, কোন লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়। —স্বামী বিবেকানন্দ (বাণী ও রচনা ঃ নবম খন্ড, পৃঃ ৪৮৪)

অগ্রণী সংঘের ক্লাবঘরে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে তালতলায় হিন্দু-মুসলিম ব্যাপক সংঘর্ষ

৪ঠা আগস্ট মধ্য কলকাতার ডাক্তার লেনে সংঘর্ষের সময় উত্তেজিত জনতা

৪ঠা আগস্ট মধ্য কলকাতার ডক্টর লেনে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বহিরাগত আগ্রাসী মুসলমানদের সঙ্গে অঞ্চলের হিন্দুদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে কোন বড় বিপর্যয় ঘটার আগেই পুলিশ আসে এবং দু-পক্ষকে নিরস্ত্র করতে সক্ষম হয়। এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা আছে। অঞ্চলে দিন-রাতের পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে ডাক্তার লেনের এই সংঘর্ষ কোন বিছিন্ন ঘটনা নয়। গত ১০ই জুলাই রথযাত্রার দিন ডাক্তার লেনের মসজিদে নামাজ পড়তে আসা বহিরাগত মুসলিমরা মসজিদ সংলগ্ন হিন্দুদের একটা ক্লাব ভেঙে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় হিন্দুরা প্রথমে থমমত খেলেও পরে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং কোনরকম রাজনৈতিক চাপের কাছে এলাকাবাসী নতিস্বীকার না করে দাবি তোলে যে ওই স্থানেই তাদের ক্লাবটি তৈরি করতে দিতে হবে। বেশ কয়েকদিন ধরে চাপান-উতোর চলার পর গত ৪ঠা আগস্ট তা আবার সংঘর্ষের আকার নেয়।

এলাকা সূত্রে জানা যায় যে, মুসলমানেরা চুপিসাড়ে ইট, বালি, সিমেন্ট মসজিদে জড়ো করেছিল এবং একটু একটু করে বেআইনি নির্মাণ করে ক্লাবের বৈধ জমি দখল করবার মতলব করেছিল। হিন্দুরা ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর প্রতিবাদ করে নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায় যে এলাকাটি কয়েক'শ মুসলমান ঘিরে ফেলেছে এবং তারা জমি দখল নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। হিন্দুরাও প্রবলভাবে প্রতিরোধ

শেষাংশ ২ পাতায়

গীতা পড়ানোর সিদ্ধান্ত

সেক্যুলারেরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছে

'শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা' এবার সরাসরি সরকারি স্কুলের সিলেবাসে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকার। গীতায় যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও চরিত্র গঠন বিষয়ক তত্ত্ব আছে, তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তুলে ধরাই মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ সরকার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ইতিমধ্যে চারদিকে গেল গেল রব উঠতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস থেকে এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ রাজ্য গেজেটে প্রকাশিত একটি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে নবম থেকে একাদশ শ্রেণির বিশেষ হিন্দি পাঠক্রমে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের বেশ কয়েকটি অংশ ঢোকানো হবে। রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা মণ্ডলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই তা কার্যকর করা হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কংগ্রেস সহ সেক্যুলার শিয়ালেরা চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের কথায়, ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ সরকারি স্কুলের পাঠক্রমে বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এটা যদি কোরান হত তবে সেক্যুলার শেয়ালেরা কি এরকমভাবেই হুক্কা হুয়া রব তুলে প্রতিবাদী হত? বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অধীন মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামিক ধর্মীয় শাস্ত্র পড়ানো হয়। তখন কেন এই ধর্মীয় বিষয় পড়ানোর বিরোধিতা করে সেক্যুলার দল ও তার নেতারা সরব হন না? তবে কি ভারতে সেক্যুলার শব্দের অর্থ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু নিস্পেষণ ও মুসলিম তোষণ? উত্তরটা সকলেরই জানা। শুধু উত্তরের গুরুত্বটা বোঝার সময় আজ আপামর হিন্দুর কাছে এসে গেছে।

প্রতিবাদে স্তব্ধ কাটোয়া

দুষ্কৃতিদের আক্রমণের প্রতিবাদে কাটোয়া শহরে ব্যবসায়ী বনধ পালিত

গত ১০ই আগস্ট, শনিবার সকালে বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে মাধবীতলায় জমজমাট বাজার। ঐ বাজারে অনেক ফল ও সবজি বিক্রেতা সাইকেল ভ্যানে করে মাল বিক্রি করে। জুবাই শেখ নামে একজন বিক্রেতা ফল বিক্রি করছিল। একজন হিন্দু মহিলা ক্রেতা তার কাছে ফল কিনতে গিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করায় কথা কাটাকাটি হয়। তাতে জুবাই

শেষাংশ ২ পাতায়

রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে

হিন্দু সংহতি-র

পক্ষ থেকে

সকল কর্মী-সমর্থক ও

জাতীয়তাবাদী মানুষকে জানাই

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আমাদের কথা

দুর্গাশক্তি নাগপাল থেকে কাশ্মীরের সীমান্ত পুঞ্চ ঃ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের চরম প্রকাশ দেখল ভারতবাসী

ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন নতুন কোন কথা নয়। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, গত ৬৬ বছরের স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী রাম চরিত্র হাতে গুণে কটা মাত্র পাওয়া গেছে। রাজনীতির রাবণদের বৈষম্যমূলক কাজ ভারতবাসীর গা সওয়া হয়ে গেছে, এ যেন হবারই কথা ছিল। কিন্তু কখনও কখনও তাদের দুর্বৃত্তমূলক কাজ এমন পর্যায় পৌঁছায় যে সারা দেশের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে। সারা দেশে ধিক্কারের রব ওঠে, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কথা। সম্প্রতি এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে যা সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেছে এবং আমাদের দেশের নেতাদের মুখোশের আড়ালে আসল মানুষটাকে তারা চিনতে পারছে।

উত্তরপ্রদেশের আই.পি.এস. অফিসার দুর্গাশক্তির নাগপাল আজ শিক্ষিত সচেতন সমাজের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু কি করেছেন এই মহিলা? উত্তরপ্রদেশে গত ২৭শে জুলাই অবৈধ মসজিদের দেওয়াল ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন দুর্গাশক্তি নাগপাল। তাঁর নির্দেশমতো অবৈধ মসজিদের দেওয়াল ভেঙেও ফেলা হয়। একই সঙ্গে তিনি বালি মাফিয়াদের সমস্ত বালি চোরাচালানের অবৈধ কাজে বাধা দেন। তাদের হাত অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বালি মাফিয়াদের অবৈধ খননে বাধা দিয়ে তা বন্ধ করে দেন দুর্গাশক্তি। কোটি কোটি টাকার অবৈধ বালি পাচার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নড়েচড়ে বসে মাফিয়ার দল। আর তার ফলে দেখা যায়, অখিলেশ যাদবের সরকার মসজিদের দেওয়াল ভেঙে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে দুর্গাশক্তিকে সাসপেন্ড করে। যদিও অভিযোগ ওঠে বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তাঁকে এই শাস্তি পেতে হয়। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে বালি মাফিয়াদের আড়াল করতেই উত্তরপ্রদেশ সরকার দুর্গাশক্তি নাগপালকে সাসপেন্ড করল। অখিলেশ যাদব সরকারের এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে আছে সংখ্যালঘু তোষণ। উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী আজম খান যেরকম কড়া ভাষায় দুর্গাশক্তিকে আক্রমণ করেছেন এবং অন্যান্যরা তা নীরবে সমর্থন করেছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারা দেশ এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে ধিক্কার রব উঠছে, সুধীজনেরা উত্তরপ্রদেশ সরকারের মুণ্ডপাত করছে। কিন্তু দু'কান কাটা নির্লজ্জ বেহায়া অখিলেশ যাদব ও তাঁর মন্ত্রীদের এসব মাথায় ঢুকলে তো। ওই যে কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কথা।

আবার পাকিস্তানি সেনার গুলিতে প্রাণ হারালেন পাঁচ ভারতীয় সৈন্য। আবার ক্ষেত্র সেই কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী পুঞ্চ এলাকা। মাত্র আটমাস আগে দুই ভারতীয় সৈন্যের মাথা কেটে নিয়ে চূড়ান্ত নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এবারের ঘটনায় সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তানি সেনারা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। সেই গুলির আঘাতে ভারতের পাঁচজন সেনা মারা যায়। স্পর্শকাতর ভারত-পাক কাশ্মীর সীমান্তে প্রায়ই গুলি বিনিময় হয় উভয়পক্ষ থেকে। তাই দুই দেশই শান্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বারবারই পাকিস্তান এই শান্তিচুক্তি ভেঙে ভারতের দিকে গুলিবৃষ্টি করছে। বারবার এই ঘটনা শুধু পাকিস্তানের দিক থেকেই ঘটছে, অথচ ভারত সরকার-এর মুখে উপর জবাব দেবার কোন আদেশ ভারতীয় জওয়ানদের দেয়নি। সম্প্রতি পাক সৈন্যের গুলিতে হত পাঁচজন ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যুর পর পার্লামেন্টে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি পাকিস্তানি জওয়ানদের ক্লিন চিট্ দিয়ে বিষয়টা জঙ্গীকার্যকলাপ বলে উল্লেখ করেন। দুর্ভাগ্যজনক এই মন্তব্য শুধু ভারতীয় জওয়ানদেরই আঘাত করেনি, পুরো ভারতবাসীকে বিস্মিত করেছে। যদিও দেশবাসীর প্রবল বিরোধীতায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ঢোক গিলেছেন।

কিন্তু আপামর ভারতবাসীরও একটা দাবি আছে। বারে বারে পাকিস্তানের হানায় আমাদের সৈন্য মারা যাচ্ছে। বারে বারে পাকিস্তানের কাছে আমরা হেয় হচ্ছি, সারা বিশ্বের কাছে লজ্জিত হচ্ছি। এর কারণ হল আমাদের পার্লামেন্টে বসে থাকা নেতারা আজ নপুংসক হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে সব কিছু মেনে নিতে নিতে মাথাটাই হেঁট হয়ে গেছে। কিন্তু দেশবাসী হিসাবে আমাদেরও সহ্যের একটা সীমা আছে। পাকিস্তানের এই অন্যায় আচরণ আমরা বার বার মেনে নেব না। পাকিস্তানের এই অন্যায়ের জবাব পাকিস্তানের ভাষাতেই দিতে হবে। ইঁটের বদলে পাটকেল তো বহু প্রাচীন প্রবাদ। কিন্তু প্রবাদটা খুবই সত্য। নইলে একদিন পাকিস্তানের ইঁটের তলায় চাপা পড়ে যাবে আমাদের দেশ। ভারত দেশটাই সেইদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই জনগণের দাবি এবার নেতাদের মানতে হবে, নইলে গদি থেকে হটতে হবে।

১ম পাতার শেষাংশ

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ

গড়ে তোলে। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়, চলতে থাকে ইঁট বৃষ্টি। ইঁটের আঘাতে সোহিনী মুখার্জী নামে এক গৃহবধূ গুরুতর আহত হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ আসে। পুলিশের উপস্থিতি কিছুটা উত্তেজনা প্রশমিত করতে পেরেছিল এবং এলাকার হিন্দুরা ভেবেছিল প্রশাসন গণ্ডগোল থামাতে সমর্থ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এস.এন. ব্যানার্জী রোডের টাইমস্ অব ইন্ডিয়া বিল্ডিং-এর (পূর্বতন লোটাস সিনেমা হল) সামনে প্রচুর মুসলমান জড়ো হয়। বিতর্কিত মসজিদ থেকে মাইকে মুসলিমদের উত্তেজিত করা হতে থাকে। এরপর উত্তেজিত মুসলিমদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়। গার্ডেনার লেনের কাছে পুলিশ টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায় যাতে মুসলিমরা ডাক্তার লেনে ঢুকতে না পারে। ফলে পুলিশের সঙ্গে মুসলিমদের এখানে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ১৭ জন পুলিশ এই সংঘর্ষে আহত হয় যার মধ্যে আছে এ.সি.পি. জয়ন্ত দাস। মুসলিমরা দুটো প্রাইভেট গাড়ি ও একটি পুলিশ জিপে ভাঙচুর চালায়।

ভেটকু সিংকে খুন হতে হল মুসলিম দুষ্কৃতির হাতে

গত ৪ঠা জুলাই উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানার অন্তর্গত কাত্না গ্রামে ভেটকু সিং নামে এক যুবককে মহম্মদ আইমুল-এর বাড়িতে সিলিং থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভেটকু সিংকে খুন করা হয়েছে বলে এলাকার লোকেরা দাবি করে।

ভেটকু তার বাবার মতো চাষের সঙ্গে শ্রমিকের কাজও করত। অঞ্চলে ভেটকু পরোপকারী হিসাবে পরিচিত ছিল। কাত্না গ্রামের লোকের কথায় ভেটকু কিছুদিন আগে মহম্মদ আইমুলের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছিল কাজ করতে। কিন্তু ২ মাস পরে ভেটকু দিল্লি থেকে ফিরে আসে। ততদিনে আইমুলের সঙ্গে ভেটকুর সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গ্রাম সূত্রে খবর, দিল্লিতে কাজ করা বাবদ ভেটকু আইমুলের কাছে থেকে বেশ কিছু টাকা পেত। কিন্তু আইমুল বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ভেটকুকে টাকাটা দিচ্ছিল না। ভেটকু প্রায়ই আইমুলের বাড়িতে টাকার জন্য তাগাদায় যেত, কিন্তু বারেবারেই খালি হাতে তাকে ফিরে আসতে হত। ঘটনার দিন মাদারগাছির বাসিন্দা তপন দাস (পিতা বিনয় দাস) ভেটকুকে আইমুলের বাড়িতে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আইমুলের বাড়িতে তারা যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তপন সেখান থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু তার বক্তব্য অনুসারে ততক্ষণে হুসেন আলি, মহম্মদ শেখ সাদিম ও মহম্মদ জামুল-এই তিন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল। গ্রামের সকলেই নিশ্চিত আইমুল ও তার সহযোগীরা ভেটকুকে গলা টিপে হত্যা করে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যদিও ভেটকুর পরিবার ও কাত্না গ্রামের লোকেরা সব জানে তবু অতিরিক্ত দারিদ্রতার জন্য তারা কিছু করে উঠতে পারছে না।

ভেটকুর স্ত্রী ও তার বাবা হলধর সিং থানায় কেস করতে গেলে করণদিঘি থানা থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। থানা থেকে তাদের বলা হয়, এরকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই। এমতাবস্থায় হতদরিদ্র ভেটকুর পরিবারের অসহায়ের মতো কাঁদা ছাড়া আর কিছু করার নেই। পুলিশ এখন হয়েছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের দালাল আর ঘুষখোর অসাধু। আইন আজ নতজানু হয়ে প্রশাসনের দাসত্ব করছে। অবশেষে স্থানীয় মানুষের চাপে পুলিশ অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটা কেস দায়ের করেছে। কেস নং ৫০৪/১৩, ধারা ৩৬৪, ৩০২, ৩৪১, আই.পি.সি.।

১ম পাতার শেষাংশ

প্রতিবাদে স্তব্ধ কাটোয়া

শেখ ঐ মহিলাটিকে কিছু অশ্লীল গালাগালি দেয়। মহিলাটি তার প্রতিবাদ করলে জুবাই শেখ তাকে বেদম প্রহার করে। কাছেই একটি কাঁসা-পিতলের দোকান শ্রীধর ভাণ্ডার-এর মালিক সদানন্দ রায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মহিলাটিকে বাঁচায়। তাতে ঘটনা চরম পর্যায়ে ওঠে। বেলা ১১টা নাগাদ জুবাই শেখের এলাকা কাটোয়াপাড়া থেকে প্রায় ৫০-৫৫ জন মুসলিম এসে শ্রীধর ভাণ্ডারে হামলা চালায়। দোকানে ভাঙচুর করে ও নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নেয়।

এই ঘটনার খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক ধর্ষণ ও অন্যান্য অত্যাচারের ঘটনায় কাটোয়াবাসীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। তাই এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা কাটোয়া শহরে ব্যবসায়ীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। দু-ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন রোড অবরোধ করে। মণ্ডলপাড়ায় দুটি মুসলিমদের গুমটি দোকানে ভাঙচুর হয়। মাধবীতলায় বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা ভ্যানের উপর দোকানগুলিকে উল্টে দেয় ও বন্ধ করে দেয়। কাটোয়া ব্যবসায়ী সমিতি ঘোষণা করে দেয় যে, সমস্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবসা বন্ধ থাকবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১১ তারিখও কাটোয়া শহরে সমস্ত বাজার ও দোকান বন্ধ থাকে। প্রশাসন অনেক চেষ্টা করেও বাজার খোলাতে পারেনি।

অতঃপর প্রশাসন ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। ব্যবসায়ী সমিতির সমস্ত দাবী মেনে নেয়। জুবাই শেখ সহ দশজনের নামে কেস দায়ের করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় আর কোন ভ্যানের উপরে সবজি ও ফল বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। কাটোয়া মহকুমা শাসক (এস ডি ও), এস.ডি.পি.ও. ও.সি. এই বৈঠকে উপস্থিত থেকে এইসব প্রতিশ্রুতি দেন। জুবাই শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি নয়জনকে দশদিনের মধ্যে গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রশাসন।

শোক সংবাদ

হিন্দু সংহতির একনিষ্ঠ কর্মী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস অকালে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র চব্বিশ বছর। উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত টাকীর থুবা দাসপাড়ায় বিশ্বজিতের বাড়ি। হিন্দুত্ববাদী যুবক বিশ্বজিৎ হিন্দু সংহতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গত জুন মাসের সংহতির মাসিক বৈঠকেও তিনি এসেছিলেন। এরপর থেকেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আগে থেকেই বিশ্বজিতের হৃদযন্ত্রের সমস্যা ছিল। সেই হৃদরোগের কারণেই অকালে ঝরে গেল একটি তরুণ তাজা প্রাণ। তার এই অকাল মৃত্যুতে সংহতি কর্মীরা হারালো তাদের একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে সংহতি কর্মীরা গভীরভাবে শোকাহত। বিশ্বজিতের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদিতে সংহতির সভাপতি তপন কুমার ঘোষ ও সহ সভাপতি বিকর্ণ নস্কর উপস্থিত ছিলেন। শোকবিহ্বল বিশ্বজিতের বাবা-মায়ের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ

অমল বসু

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে দিকে দিকে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রবন্ধগুলি যা দেশ ও জাতিকে দিশা দিতে পারে বা রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক ২০ বছরের যুবক দীনেশ গুপ্ত দেশের জন্য ফাঁসিকাঠে যে জীবন দিয়ে গেলেন সে প্রেরণায় তো ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা—যে সব কথা কোথাও আর শুনতে পাওয়া যায় না। যেমন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে কেবল 'থিওরী অফ রিলেটিভিটি'র জনক হিসাবেই দেখানো হয় কিন্তু তাঁর মানবতাবাদী রূপের কথা আলোচনা করা হয় না। সার্ধজন্মশতবর্ষে বিবেকানন্দকে নিয়ে কত আলোচনা কত সেমিনার চোখে পড়ছে বটে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টার কথা অনুক্তই থেকে যাচ্ছে। বর্তমানের যুবমানসে সে কথাই তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার তাগিদে এই নিবন্ধের অবতারণা।

বিভিন্ন দফায় স্বামীজীর ভারত পরিক্রমা আসলে ছিল তাঁর ভারত আবিষ্কার। ভারতের শক্তি ও দুর্বলতা তিনি দেখেছিলেন নিজের চোখে। তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার কারণ নিয়ে বললেন 'সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে গোটা জীবনকে পরার্থে নিয়োজিত করা।' সন্ন্যাসী হয়ে সেই আদর্শ পালন করতে প্রথমেই অনুভব করলেন দেশের মানুষের জন্য ব্যথা, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তি। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমি আগেই কিছুটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সে পটভূমি বিস্তৃত হল সমগ্র বিশ্বে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। কপর্দকহীন সহায়সম্বল শূন্য যুবক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় আবির্ভাবে বিশ্ববাসী শুনতে পেল তাঁর বজ্রনির্ঘোষী রণহুঙ্কার। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাজালেন সেই বিজয় শঙ্খনাদ ঃ

'ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা!
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎজনে'

পাশ্চাত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে অগ্নিময় ভাষায় নির্ভিক কণ্ঠে ইংরেজদের উদ্দেশ্যে সেদিন তিনি বলেছিলেন 'এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বিজেদার তরবারী নিয়ে তোমরা আমাদের দেশে গিয়েছ....আমাদের পায়ের তলায় দলেছ, ধুলোর মত তুচ্ছ জ্ঞান করেছ—তোমরা মাংসাশী জানোয়ার। মদ খাইয়ে তোমরা আমাদের অধঃপতিত করেছ। অসম্মানিত করেছো আমাদের নারীকে, বিদ্রুপ করেছ আমাদের ধর্মকে, তোমরা আমাদের দিয়েছে তিনটি 'ব'—বাইবেল, ব্রান্ডি আর বেয়নেট।' আমেরিকার সভ্য সমাজ এসব কথা শুনে স্তম্ভিত। ভাবছেন এ সব কি একজন সন্ন্যাসীর কথা? হ্যাঁ, এটাই সন্ন্যাসী হয়েও বিপ্লবী বিবেকানন্দের কথা ছিল।

অস্থির চঞ্চল স্বামীজী জীবনের কিছুটা সময় কিভাবে ব্যয় করেছিলেন সেটি ভারতবাসীর কাছে খুব পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বামীজিকে নিয়ে গবেষণামূলক পুস্তক ও নিবন্ধ, ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া তথ্যমূলক পুস্তক ও স্বামীজির স্মৃতি রোমন্থনকারী জীবিত বিপ্লবীদের নানাবিধ পুস্তক ও নিবন্ধের মাধ্যমে তা অনেকখানিই উদ্ঘাটিত। বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করতে সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে শক্তিজোটের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে বন্দুক নির্মাতা হিরাম ম্যাকসিসের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেহের ভিতর থেকে কোন সাড়া পাইনি। দেহটা মৃত।' ভগিনী নিবেদিতার প্রখ্যাত জীবনীকার লিজেল রেঁম বলেছিলেন, 'স্বামীজীর ইচ্ছায় মিস ম্যাকলাউড বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। স্বামীজীর কিছু আগুনে চিঠি ও চন্দননগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালানের কথা ম্যাকলাউড সূত্রেই জানতে পারা গেছে। এবার শুনুন বিদেশে মাটিতে ভারতবাসীর প্রতি তাঁর আহ্বান।

শুধু আমেরিকার মাটিতে নয়, খোদ ইংল্যান্ডেও ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস-কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ-হৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়! চেপে বসুক, নিজেদের ইনডিপেন্ডেন্ট বলে ডিক্রেয়ার করুক, হেঁকে বলু, 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম', আর সমস্ত স্বাধীন গভর্ণমেন্টকে নিজেদের ডিক্লেয়ারেশন পত্র পাঠিয়ে দিক, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, পড়ুক আমার বুকে। আমেরিকা, ইউরোপ একবার কিরকম কেঁপে উঠবে। কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করুক। শুধু কাঁদুনি গাইলে কি হবে?' স্বামীজির এই আহ্বানে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের মধ্যে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তার মাত্র দুইটি উদাহরণ তুলে ধরছি। ১৯০১ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকায় বালক হেমচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী) মিলিত হতে পেরেছিলেন স্বামীজির সাথে। সেখানে স্বামীজি হেমচন্দ্র ঘোষ ও তার সাথীদের বলেছিলেন' গোলাম পশুরও অধম। আসল দরকার হল মানুষ, মানুষের মত মানুষ। ভারতমাতা ঐরকম সহস্র মানুষ বলি চান, জানোয়ার নয়। তোরা ওঠ, জাগ, গোলামির শিকল ছিঁড়ে ফেল, ছিনিয়ে নে দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কি এমনি কেউ দেয় রে? পশুও চায় না বন্দী হয়ে থাকতে। গরুকে বেঁধে রাখলে গরুও দড়ি ছিঁড়তে চায়, ছিঁড়তে চেষ্টা করে। তোরা মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠ। আর হাতে কৃপাণ ধর, ধর বন্দুক। চলুক গুলি-গোলা। ভীমা রণরঙ্গিনী মহাকালীর সন্তান আমরা। ভয় কাকে? কিসের ভয়? সেদিন যে হাত দিয়ে তিনি বিবেকানন্দকে প্রণাম করেছিলেন সে হাত আর কারও পায়ে নত হয়নি। এমন কি গান্ধীজীর পায়েও নয়। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত স্বামীজিই ছিল তাঁর আদর্শ, প্রেরণার কেন্দ্রস্থল।

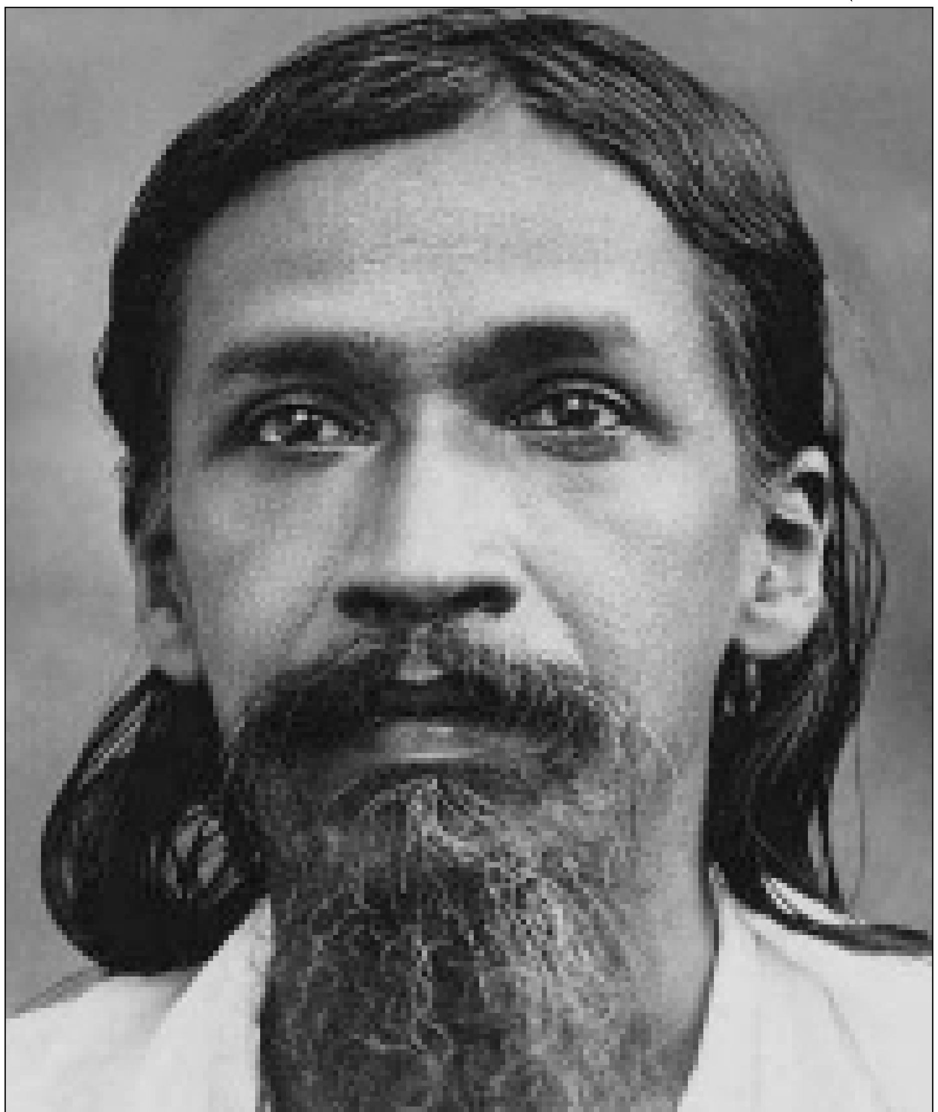

এবার বলি বাংলার ছেলে প্রথম শহীদ হওয়া কানাইলালের কথা। ফাঁসির আগে সে কারাগারে চেঁচিয়ে পড়ছে বিবেককানন্দের জ্ঞানযোগ। সাহেব সুপার ছুটে এসে বলল, 'অত চেঁচাচ্ছ কেন?' পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ কানাইলাল উত্তরে বলল, 'বুঝতে পারছ না? তোমাদেরই দেশে লন্ডনে এইসব কথা শুনিয়েছেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ। শোন, শোন, এই আমাদের মন্ত্র, মরতে আমরা ভয় পাই না, সাহেব। মৃত্যুতে আমাদের আনন্দ। মৃত্যুকে আমরা ভালবাসি, আর ভালবাসি আমাদের দেশকে, আমাদের মাতৃভূমিকে। যার লেখা আমি পড়ছি সেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের তা শিখিয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর সন্তান।' তাই ফাঁসিকাঠে যেসব তরুণ যুবক বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হাসতে-হাসতে প্রাণ দিয়ে গেল তাদের হাতে থাকত 'গীতা' আর বিবেকানন্দের 'বর্ত্তমান ভারত'।

মহাপ্রয়াণের কিছুদিন আগেও বিবেকানন্দ কোন ভাবনায় ভাবিত ছিলেন দেখুন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা বেলুড়ে ব্যক্ত করেছিলেন বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে। বেলুড় মঠেই তিনি তিলককে বলেছিলেন 'ব্রাহ্মণ ছাড়া ব্রিটিশকে ভারত থেকে উৎখাত করা যাবে না এবং তাই করতে হবে। আর কামাখ্যা মিত্রকে বলেছিলেন 'ভারতের আজ বোমা দরকার'। স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ আমি বিদেশে বোমা বানানো শিখে এসেছি। আমি যদি বোমা বানিয়ে দিই তোরা লাটসাহেবের বাড়িতে ফেলে আসতে পারবি।' একথা রহস্যছলে বলেছিলেন কি না জানা না গেলেও মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এই ছিল স্বামীজীর ভাবনা। আর এই ভাবনা যারা বেদকে চাষার গান বা চাকরী না পেয়ে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বলে দাবী করেছিলেন তাদের কাছে তুলে ধরাটা কি আজও প্রাসঙ্গিক নয়? সন্ন্যাসী হলেই তাকে শুধু ধর্ম কথা নিয়েই থাকতে হবে—এই ভাবনায় বিশ্বাসীরা শংকরাচার্য, বিদ্যারণ্য স্বামী (বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) বা সমর্থ রামদাশের দেশরক্ষার কাজগুলি

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩য় পাতার শেষাংশ

স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ

নিয়ে হয়ত দোলাচলে ভুগছেন। তাদের অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে তমসাচ্ছন্ন ভারতের খোলা ময়দানে নেমে এসে রাজনীতির যাঁতাকলে আবদ্ধ ও বিভ্রান্ত যুব সমাজকে দুর্নীতিযুক্ত ও দেশলুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে কি পারেন না বিবেকানন্দের মত? ভারতের সন্ন্যাসী সমাজই পারে এই কাজ করতে এবং তাদের কাছেই রাখছি এই আবেদন।

এবার আসি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী অরবিন্দের কথায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান রাখতেই বোধহয় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫ই আগস্ট। বর্তমানে ঐ দিনে স্বাধীনতা দিবস পালনের হুল্লোড়ে বোধহয় বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দকে চেনানোর, জানানোর প্রয়োজন ভুলতে বসেছি। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় ঔপনিবেশিক দাসত্ব মুক্তির সংগ্রামে তাঁর প্রতিদিনের অগ্নিগর্ভ রচনার কথা বর্তমান কালের যুবকেরা শুনতে পায় না, এমন কি আলোচনা করাও হয় না। মানিকতলা কেন্দ্রে উল্লাস দত্তের ফর্মুলায় বানানো বোমা নিয়েই প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে এ্যাকশন করেছিল ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। মাত্র একদিন পর ২রা মে তারিখেই ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবী নেতা, ভাবীকালের পৃথিবী বিখ্যাত 'সুপারম্যান' শ্রী অরবিন্দকে পুলিশ সুপার ক্রেগান হাতে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দী করে নিয়ে গেল। শুরু হল অরবিন্দের বিরুদ্ধে সেই বিখ্যাত আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা। কেমব্রিজে শ্রী অরবিন্দের সহপাঠী বীচক্রফই ছিলেন বিচারক আর অরবিন্দের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। অবশ্য এই মামলায় অরবিন্দের ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম বলেছিল শ্রীরামপুরের জমিদার বাড়ির ছেলে নরেন গোস্বামী পুলিশের কাছে ধরা পড়ে ও রাজসাক্ষী হয়ে। অরবিন্দকে বাঁচাতে এই নরেনকেই জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করেছিল কানাইলাল। একথা ঠিক নরেনের অপরাধ ছিল অমার্জনীয়। তবুও বলব এ ঘটনা শাপে বর হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল বলেই কানাই-সত্যেনের মত শহীদদের অনন্যসুন্দর পদধ্বনি আমরা শুনেছি, কারাজীবনের প্রসাদে শ্রীঅরবিন্দের 'বাসুদেব দর্শন' হয়েছিল, দেশবন্ধুর চিত্তে রাজনীতিক জীবনের প্রেরণা এসেছিল, বিপ্লবের রথ পেয়েছিল দুর্জয় গতিবেগ। ১৯০৮ থেকে ৫ই মে ১৯০৯ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদারুণ জেল জীবনযাপনের পর শ্রী অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার দুটি পত্রিকা, বাংলায় ধর্ম ও ইংরেজিতে কর্মযোগিনের সম্পাদনা ও প্রকাশ শুরু করলেন। ২৫শে ডিসেম্বর দেশের অবস্থা বর্ণনা করে কর্মযোগিনের পাতায় দিলেন আর এক অগ্নিবাণী 'To my country men'। গুপ্ত সংগ্রামের বিপজ্জনক নেতা হিসাবে নানা অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার ও সম্ভব হলে আন্দামান পাঠাতে ইংরেজরা ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিতে শুরু করেছিল। এখন কর্মযোগিনের ঐ লেখাটি তাদের কাছে এনে দিয়েছিল সুযোগ। ঐ লেখাটি রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করে শ্রী অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল ইংরেজরা ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল। পুলিশ অবশ্য তার আগে থেকেই তাঁকে খুঁজছিল। বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি যে অন্তর্বাণীর কথা বলেছিলেন সেই অনুসারেই এই সময়ে তিনি পেলেন আর এক অগ্নিবাণী ঃ Go to Pondicherry। তাই অতি গোপনে ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে ১লা এপ্রিল ১৯১০-এর রাতে কলম্বোগামী ফরাসী জাহাজ দ্যুপ্লেতে করে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাক নামধারী অরবিন্দ ঘোষ ও বিজয় দাস পণ্ডিচেরীর বুকে এসে নামলেন ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০, যেদিন কলকাতায় তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। ব্রিটিশ দেখল পাখি উড়ে গেছে। তবুও তারা থামেনি। প্রায় ৩৫ বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে রেখেছিল তাদের গোয়েন্দাবাহিনী। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের এই অগ্রণী সৈনিক যে সাহেবদের কাছে ছিল The most dangerous man in India.

ভারতের পটভূমি আজ বিষণ্ণ। ধূসর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জ্ঞানী, গুণী, মন্ত্রী ও আধিকারিকরা আসেন। ক্লিষ্ট ভাষণ, নতুন গাঁদাফুল, রং ছেটানো রজনীগন্ধা আর সবশেষে চা-সিঙাড়া দিয়েই পালিত হয় আমাদের হাজার হাজার যুবকের আত্মবলিদানের স্বাধীনতা দিবস। আজকের স্বাধীনতা দিবস পালিত হোক সেইসব রক্তক্ষরা দিনগুলির কথা নিয়ে, ভারতের যুবসমাজ উদ্দীপ্ত হয়ে আবার যেন দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন—আনতে পারে নতুন প্রভাত, নতুন ভারত।

চেঙ্গাইলে স্কুলের মধ্যেই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল-এর চেঙ্গাইল কিরণ শিশু শিক্ষা মন্দিরে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ১৪ বছরের শিল্পী দাস (নাম পরিবর্তিত)। সাংবাদিকদের সঙ্গে যখন শিল্পী কথা বলছিল তখন তার চোখ ছলছল করছিল এই ভেবে যে তার বাবা-মা তাকে আর স্কুলে যেতে দেবে না। যদিও ২৫শে জুলাই পর্যন্ত সে ভালোই ছিল। ঐ দিন সকাল ১০-৩০-এ ভয়ঙ্করভাবে তার শ্লীলতাহানি করে মহম্মদ লালবাবু মুন্সি (পিতা রশিদ মুন্সি, পোস্ট-উলুবেড়িয়া, হাওড়া) নামে এক মুসলিম ব্যক্তি।

২৫শে জুলাই মহম্মদ লালবাবু মুন্সি ১০-২০ নাগাদ ঐ স্কুলে যায় তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। শিল্পী তার বোনের সঙ্গে স্কুলে একটু তাড়াতাড়িই পৌঁছায়। কালপ্রিট মহম্মদ লালবাবু স্কুল ফাঁকা থাকায় সরাসরি শিল্পীর ক্লাসরুমে ঢুকে যায়, তখন শিল্পী ছাড়া ক্লাস রুমে আর কেউ ছিল না। মহম্মদ লালবাবু তাকে তার ছেলের দেখাশোনা করতে বললে শিল্পী তাতে সম্মতি জানায়। এরপরই মহম্মদ শিল্পীর পাশে বেঞ্চিতে বসে পড়ে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঐ কালপ্রিট মহম্মদ শিল্পীর গোপন অঙ্গে হাত দেয়। প্রথমে শিল্পী বাধা দেয়, কিন্তু তাতেও পেরে না ওঠায় চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। এই সময় স্কুলের অন্যান্য ছাত্রী ও শিক্ষকদের ঢুকতে দেখে মহম্মদ লালবাবু সেখান থেকে পালিয়ে যায়। শিল্পী তার তিন বন্ধু নেহা খাতুন, হাফিজা খাতুন ও খুশবু খাতুনকে সমস্ত কথা খুলে বললে তারা শিল্পীকে টিচার ইন চার্জ দিলীপ প্রামাণিকের কাছে নিয়ে যায়। শিল্পীর কথাবার্তা শুনে দিলীপবাবু বুঝতে পারেন স্কুলে মারাত্মক একটা কিছু ঘটে গেছে। তিনি সময় নষ্ট না করে সামুইপাড়ার কাউন্সিলর বাসু পণ্ডিতকে ফোনে বিষয়টি জানান। বাসুবাবু কিছুক্ষণের মধ্যে স্কুলে চলে আসে এবং ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে উলুবেড়িয়া থানায় ফোন করে। থানা থেকে তাদের একটি লিখিত অভিযোগ জানাতে বলে। সেইমতো স্কুলের শিক্ষক দিলীপবাবু খালিসানি পূর্বপাড়া গ্রাম থেকে শিল্পীর বাবা উত্তম দাস (নাম পরিবর্তিত)-কে ডেকে নিয়ে থানায় যায় এবং সেখানে মহম্মদ লালবাবুর নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এরপর পুলিশ স্কুলে আসে এবং নেহা খাতুন ও খুশবু খাতুনের বয়ান অনুযায়ী মহম্মদ লালবাবুকে গ্রেপ্তার করে। এফ.আই.আর. নং ৬২০, ২৭/৭, সেকশন ৩৫৪এ আই.পি.সি.। কিন্তু পরদিনই অদ্ভুত ভাবে মহম্মদ লালবাবু মুন্সি কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। মূলতঃ উচ্চমহলের চাপেই এতবড় অপরাধ করেও সে ছাড়া পেয়ে গেল। এলাকায় এখন সে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহম্মদের জামিন নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

স্কুলে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে তাণ্ডব

উত্তর ২৪ পরগণার দিগড়া দত্তপুকুর হাইস্কুলে গত ২রা আগস্ট নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধালো মুসলমানেরা। স্কুলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্ররাই পড়ে। জানা গেছে, স্কুলের মুসলিম ছেলেরা হেডমাস্টারের কাছে স্কুলের মধ্যেই নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাদের মৌখিক সম্মতি দিয়ে দেন। কিন্তু এই অনুমতির ব্যাপারটা স্কুলের অন্য কোন শিক্ষক জানতেন না। ঘটনার দিন নামাজ পড়ার সময় ক্লাসরুম থেকে মুসলমান ছেলেরা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে শিক্ষকরা তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। এতে মুসলমান ছেলেরা উত্তর দেয় যে, নামাজ পড়ার অনুমতি তারা হেডমাস্টারের কাছ থেকে পেয়েছে। তখন অপর শিক্ষকরা বলেন যে, নামাজ পড়তে হলে মুসলমান ছাত্ররা একমাস ছুটি নিয়ে বাড়িতেই নামাজ পড়ুক, স্কুলে আসার দরকার নেই। শিক্ষকদের এই কথাতেই গণ্ডগোল শুরু হয়। মুসলমান ছাত্ররা লোকাল ইমামকে গিয়ে সমস্ত কথা বললে লোকাল ইমাম পরদিন অর্থাৎ ২রা আগস্ট প্রচুর মুসলমান নিয়ে সকাল ১০টার সময় স্কুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা প্রথমেই স্কুলের গেটটা ভেঙে ফেলে। যে শিক্ষক বাড়িতে নামাজ পড়ার কথা বলে তাকে ব্যাপক মারধোর করায় তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্কুলের অপর এক কর্মী শঙ্কর সিং থামাতে এলে তাকেও দুষ্কৃতিরা মারধোর করে। হেডমাস্টার বাধা দিতে এলে তাঁকেও মারধোর করা হয়। স্কুলের মধ্যে মুসলমানদের এই ভয়ঙ্কর তাণ্ডবে ভীত স্কুল কর্তৃপক্ষ দত্তপুকুর থানায় ফোন করলে সেখান থেকে পুলিশ আসতে দেরি করে। তখন তারা অশোকনগর ও বারাসাত থানায় খবর দেয়। কিন্তু পুলিশও এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। মুসলিম জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে পুলিশকেও মার খেতে হয়। শেষে প্রশাসন থেকে র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয়। র‍্যাফ স্কুল থেকে মুসলিম দুষ্কৃতিদের হটিয়ে দেয় ও শিক্ষকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। অলোক কুমার দাস ও উজ্জ্বল পাইক নামক দুজন শিক্ষক গুরুতর আহত হয়।

৩রা আগস্ট সন্ধ্যায় স্কুলের মধ্যে এক শান্তি মিটিং করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল মাইনরিটি ফোরামের সদস্য, স্কুল কমিটির সদস্য, পুলিশ, বিডিও। দু'জন ইমামও এই মিটিং-এ যোগ দিয়েছিল। মিটিং-এ একটা লোক দেখানো শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

চড়াবিদ্যায় হিন্দু সংহতি কর্মীকে মারধোর, সব জেনেও প্রশাসন নীরব কেন?

দঃ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত গাববেড়িয়া গ্রামের সংহতির এক কর্মী মিঠুন নস্কর (পিতা ভোটা নস্কর)। গত ৫ই জুলাই মিঠুন সকালবেলা চড়াবিদ্যায় একটি মোবাইল দোকানে যায়। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মিঠুন একটি মিষ্টির দোকানে খেতে ঢোকে। তখন আসগার আলি ও রহমান আলি বেশ কয়েকজন মুসলমান ছেলে নিয়ে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং মিঠুনকে দোকানের বাইরে ডাকে। মিঠুন দোকানের বাইরে এলে বিনা প্ররোচনায় তারা মিঠুনকে মারধোর করতে থাকে। মূলতঃ আসগার ও রহমানই তাকে বেশি মারধোর করে। ওখানকার টি এম সি করা একজন বাবলু শেখ এর প্রতিবাদ করে এবং মিঠুনকে মারার কোন দায়িত্ব সে ও তার পার্টি নিতে পারবে না বলে ওখান থেকে চলে যায়। তখন আসগাররা মিঠুনকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে মিঠুনের মোবাইল, সাইকেল ও আড়াই হাজার টাকা নিয়ে পালায়। সাইকেল ফেরত পেলেও মোবাইল ও টাকা মিঠুন ফেরত পায়নি। মিঠুন বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনা বললে তাকে নিয়ে সংহতি কর্মীরা থানায় ডায়েরি করতে যায়। জীবনতলা থানার অফিসার তপনবাবু সমস্ত শুনে মিঠুনের আঘাতের জায়গার ছবি তুলে ডাইরি করতে চাইলেও ও.সি. বিষয়টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। তার বক্তব্য, বিষয়টি মিটমাট করে নিতে হবে। কিন্তু মিঠুনসহ সকলে এতে রাজি না হলে তিনি তাদের হুমকি দেন। পরে যারা যারা মিঠুনকে মেরেছে তাদের সকলের নাম বলতে বলেন। মিঠুন বলে, সে সকলের নাম জানে না (আসগার ও রহমান আলির নাম শুধু সে বলতে পেরেছে) তবে দেখলে চিনতে পারবে। তখন এর ভিত্তিতেই ও.সি. ডাইরি নিতে বলেন। এতে কেস হালকা হয়ে যাবে এবং অপরাধী আইনের ফাঁক দিয়ে নিস্তার পেয়ে যাবে।

জীবনতলা থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা সহ আশেপাশের অঞ্চলে হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একদিকে মুসলমানদের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে প্রশাসনের অসহযোগিতায় হিন্দুরা দিশেহারা। এমতাবস্থায়, হিন্দু সংহতির সহযোগিতায় প্রতিরোধের পথই একমাত্র উপায় বলে মনে করছে অঞ্চলের হিন্দুরা।

ওদেশে খ্রিষ্টানরাও আক্রান্ত

উলঙ্গ করে তিন খ্রিষ্টান মহিলাকে নির্যাতন পাকিস্তানে

গত ১২ই জুলাই তিন মহিলাকে উলঙ্গ করে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটানোর চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের লাহোর শহরের নিকটবর্তী কসুর জেলার পাট্টোকিতে। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের এশিয়ান মানবাধিকার কমিশনের প্রচেষ্টায় বর্বরোচিত এই ঘটনাটি লোকচক্ষুর সামনে আসে।

পাকিস্তানের শাসকদল এম.এল.এন.এর চেষ্টায় প্রায় পর্দার আড়ালেই রয়ে গিয়েছিল এই জঘন্য ঘটনাটি। তবে এশিয়ান মানবাধিকার কমিশনের তৎপরতায় ও তাদের এক বিবৃতিতে প্রকাশ্যে আসে যে, তিন সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান রমনীর উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে তাদের উলঙ্গ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করে।

ঘটনার সূত্রপাত, এক সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান পরিবারের সঙ্গে মুনিব বলে এক ব্যক্তির বচসা হয়। মুনিব প্রতিশোধ নিতে গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। সেই সময় বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। গুণ্ডারা অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্তার (যার নাম মুসিহর) তিন পুত্রবধূকে ধরে তাদের চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে আসে। প্রকাশ্যে তাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার ও যৌন নিগ্রহ চালাতে থাকে। শেষে গুণ্ডারা তাদের কাপড় খুলে নিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করে। শেষপর্যন্ত স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপ ও কাকুতি মিনতিতে ঐ তিন রমনীকে ছেড়ে দেয় গুণ্ডারা। খবরটি প্রচার হতে সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ইসলামিক কোন দেশে সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্পত্তি ও নারীদের কোন সুরক্ষা নেই তা আবার প্রমাণ করলো পাকিস্তানের এই বর্বরোচিত ঘটনা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

(১)

শ্যামনগরে গভীর রাতে হিন্দু পরিবারে নারকীয় তাণ্ডব

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ইসলামের বর্বরোচিত আক্রমণ অব্যাহত। কোনরকম অশান্তি বা প্ররোচনা ছাড়াই নোয়াখালির সাতক্ষীরা অঞ্চলের এক হিন্দু পরিবার ইসলামিক আক্রমণের শিকার হল।

বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় জামায়াত অধ্যুষিত ভুরুলিয়া ইউনিয়নের ভুরুলিয়া গ্রামে সংখ্যালঘু এক হিন্দু পরিবার মুসলিম জামাতদের নারকীয় তাণ্ডবের শিকার হয়েছে। গত ২৩শে জুন, মঙ্গলবার রাতের অন্ধকারে ১০ জনের সশস্ত্র একটি দল ঐ বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত লোকজনকে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। গুরুতর আহত তিনজনকে খুলনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অপর্ণা রানী মন্ডল নামে এক মহিলার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

(২)

মন্দিরে হামলা

২৯শে মে, ১৩ দুপুর ১টার সময় চিটাগাঙ অঞ্চলে হাজারি গলি এরিয়ার এক জয়মাকালী মন্দির মুসলমানরা দখল করতে গেলে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানের গ্যাসের সেল ছোঁড়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন লোক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়।

(৩)

গৃহবধূ আক্রান্ত

১৫ই এপ্রিল, ১৩ সন্ধ্যাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর-এর চিক্‌টি বাড়ি গ্রামে এক মুসলিম যুবক মহম্মদ সালে সংখ্যালঘু হিন্দু রমনী লাকি মন্ডলকে (২২ বছর) অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। অ্যাসিডে লাকি মন্ডলের বাঁ হাত ও বাঁ পায়ের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ পুড়ে যায়। এছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশও কমবেশি পোড়ে। ঘটনার পর থেকে মহম্মদ সালে ফেরার। পুলিশ তাকে খুঁজছে। কিন্তু অঞ্চলের হিন্দুদের বক্তব্য প্রশাসনের চাপে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করছে না।

আক্রান্ত বহু গ্রাম, আগুন লুটপাট

চট্টগ্রামে মুসলিম অত্যাচারে অসহায় হিন্দু আশ্রয় নিল সীমান্তে

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার সামনে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা অসহায় চামকা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে বৌদ্ধ ও হিন্দু বিতাড়নের নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের নির্মম আক্রমণ ও অত্যাচারে বাড়িঘর ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তে এসে জড়ো হচ্ছে হাজার হাজার বাংলাদেশী চাকমা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। সাক্রম থেকে ছামনু পর্যন্ত সীমান্তের কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে এইসব মানুষেরা। পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজরদারি রাখছে বি এস এফ এবং রাজ্য প্রশাসন।

জানা গেছে যে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দশ হাজার চাকমা ও ত্রিপুরী হিন্দু ইতিমধ্যে ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। সাক্রম, শিলাছড়ি, করবুক, রইস্যাবাড়ি, ছামনু সীমান্তে শুক্রবার (২রা আগস্ট) রাত থেকে জড়ো হতে থাকে সংখ্যালঘু বাংলাদেশী হিন্দুরা। আতঙ্কগ্রস্থ মানুষগুলো জানিয়েছে জীবন ও সম্মান রক্ষার্থে তারা ভারতে আশ্রয় নিতে সীমান্ত পেরিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে আশ্রয় নিয়েছে। প্রশাসনের কোন নির্দেশ না থাকায় বি এস এফ শরণার্থীদের কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।

শনিবার বিকেলে পাহাড়ি জনপদ মানিকছড়ির আশেপাশে কয়েকটি হিন্দু গ্রামে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় দুষ্কৃতির দল অত্যাচারের সাথে অবাধে লুটপাট চালায়। আতঙ্কিত মানুষজন দলে দলে ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতীয় সীমান্তে এসে আশ্রয় নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি-র সাংগঠনিক সম্পাদক মঙ্গলকুমার চাকমা বলেন, একটি সংগঠনের দ্বারা বাংলাদেশের বিরোধী দল বি এন পি-র স্থানীয় এক নেতাকে অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূলত হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানেরা কোন কিছু না জেনেই মানিকছড়ি মহকুমার সীমান্তবর্তী কয়েকটি হিন্দু গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে। প্রায় ২০০ মতো ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয় বলে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়। অগ্নিসংযোগের ঘটনা ও হিন্দুদের উপর ব্যাপক অত্যাচারে জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায়।

(সূত্র ঃ দৈনিক সংবাদ, ৪ঠা আগস্ট)

দাবি মত চাঁদা না দেওয়ায় চেম্বারে ঢুকে ডাক্তারকে মার

ঈদ ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য দাবি মত চাঁদা দেননি চিকিৎসক। তাই রবিবার সকালে ভরা চেম্বারে ঢুকে তাঁকে যথেচ্ছ মারধোর-এর অভিযোগ উঠল উলুবেড়িয়ার একটি ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে।

সৌরভ মান্না নামে ঐ শিশু বিশেষজ্ঞ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদ উপলক্ষে নানা প্রতিযোগিতা ও বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করে উলুবেড়িয়া জুনিয়র স্পোর্টিং ক্লাব। এইসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে উলুবেড়িয়া স্টেশন রোডের বাসিন্দা সৌরভবাবুর কাছ থেকে ক্লাবের তরফে ৩০০১ টাকার চাঁদার বিল ধরানো হয়। কিন্তু সৌরভবাবু জানান এত টাকা চাঁদা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর পরেই বাধে বিপত্তি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁকে হুমকি দিতে থাকে। পুলিশকে বিষয়টি জানিয়ে জেনারেল ডায়েরি করেন তিনি। কিন্তু এতে কোন লাভ হয়নি।

রবিবার ১৮-০৮-১৩ সকালে আবাসনের একতলায় নিজের চেম্বারে রুগী দেখছিলেন সৌরভবাবু। তখন ঐ ক্লাবের ২৪-২৫ জন যুবক চেম্বারে এসে রোগী ও তার আত্মীয়দের বাইরে বের করে দেয়। তারপর সৌরভবাবুকে মারধোর করে চেম্বার ভাঙচুর করে। কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পায়নি, তাণ্ডব চালিয়ে বিনা বাধায় তারা চলে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঐ চেম্বারে যায়। সৌরভবাবু গোটা ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করেন। চেম্বারের সিসিটিভি ফুটেজও খুলে দেবেন বলে জানিয়েছেন পুলিশকে। হুমকির কথা আগে জানানো সত্ত্বেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তার কোন সদুত্তর দিতে পারেনি পুলিশ। উলুবেড়িয়ার এস ডি পি ও শ্যামলকুমার সামন্ত বলেন, একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯-০৮-১৩)

সংযোজন ঃ ঈদের জন্য ও জোরজুলুম করে চাঁদা তোলা শুরু হয়ে গেল। আর নির্দিষ্ট চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে ডাক্তারের মতো বিশিষ্ট সমাজসেবককেও তারা মারধোর করবে। পুলিশকে আগাম জানিয়েও লাভ হয় না। ঘটনার পরেও পুলিশ দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করতে পারে না (না কি করে না)। দুর্গাপূজা বা কালীপূজা নিয়ে কখনও কখনও চাঁদার জোরজুলুমের কথা শোনা যায়। তখন পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা দেখবার মতো। সুশীল সমাজও নিন্দায় মুখর হয়। অথচ একজন ডাক্তার দুষ্কৃতিদের হাতে নিগ্রহ হবার পরও তারা আশ্চর্য রকম নিশ্চুপ, এতে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ তকমাটা বজায় থাকে। সুধীজনদের এই নীরবতা ও প্রশাসনের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আত্মসমর্পণকে ধিক্কার জানাই। শিক্ষিত ও সুশীল সমাজের এই নীরবতা এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তোষণ এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের আগ্রাসনী মনোভাবকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সমস্তরকম অপরাধমূলক কাজ করেও তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। এটা আগামীদিনে যে গভীর সঙ্কট পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসবে তা বুঝেও যেন অবুঝ হয়ে রয়েছেন সবাই।

বন্ধ করে দেওয়া হল অবৈধ চার্চ নির্মাণ

হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত ঘোষালপুর অঞ্চলে কাষ্ঠসাঙড়া গ্রামে একটি অবৈধ চার্চ নির্মাণ বন্ধ করে দিল এলাকাবাসীরা। এলাকার খ্রিষ্টান অধিবাসীরা জমি কিনে সেখানে একটি বেআইনি চার্চ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু বিষয়টি জানার পর গ্রামবাসীরা অঞ্চলের বিবেকানন্দ ক্লাবকে জানায়। বিবেকানন্দ ক্লাবের সেক্রেটারি অজিত কুমার সরকারের নেতৃত্বে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় প্রশাসনের কাছে গিয়ে আইনগতভাবে ঐ চার্চ নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অজিতবাবু তৃণমূল কংগ্রেসের খোশালপুর অঞ্চলের প্রধান।

‘আমাদের কথা’র উল্লেখিত ঘটনার ভিত্তিতে

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস করতে না চাওয়ায় উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদবের সরকার সাসপেণ্ড করেছে দুর্গাশক্তি নাগপালকে। হিন্দু সংহতি এই বীর রমনীকে স্যালুট জানায়।

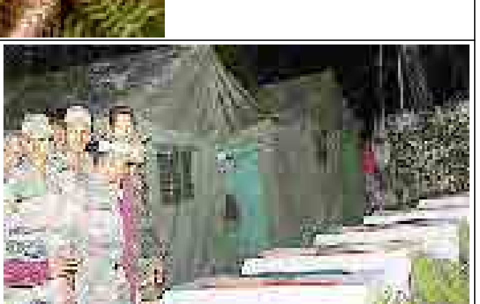

ভারতের কাশ্মীরের পুঞ্চ সীমান্তে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে হত ভারতের পাঁচ বীর জওয়ান।

সম্পূর্ণ হিন্দু অঞ্চলে মসজিদ তৈরির অপচেষ্টা

১০১, মানিকতলা মেন রোডে এই সেই অবৈধ মাজার

গত ২৩শে জুলাই উত্তর কলকাতার কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েও ভগবানের কৃপায় তা হয়নি। গণ্ডগোল সৃষ্টির মূল কারণ ছিল, কিছু বহিরাগত মুসলমান সেখানে নামাজ পড়তে আসে এবং তার ফলেই এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই মুসলমানরা বাইকে করে আসে ও হিন্দুদের দোকানের সামনে বাইকগুলিকে রাখে। এ থেকেই উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়।

প্রসঙ্গত, মানিকতলা মেন রোডে একটি সাড়ে তিন কাঠা জমি আছে যার আড়াই কাঠার মালিক জ্যোৎস্না মিত্র এবং বাকি এক কাঠার মালিক হাজি মনিরুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি। হাজি মুনিরুদ্দিন ৬৫ বছর আগে গত হয়েছেন এবং আজ পর্যন্ত তার কোন বংশধর ঐ জমির দাবি করতে আসেনি। দীর্ঘদিন ধরে জমিটি ঐভাবেই পড়েছিল। সমস্যা শুরু হয়, যখন মিত্র পরিবার থেকে ঐ জমি সুশীল পোদ্দার নামে এক প্রমোটারকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। সুশীল পোদ্দার যখন প্রমোটিং-এর কাজ শুরু করে তখন ১৪ই জুলাই কয়েকশত মুসলিম ছেলে এসে ঐ জমি দাবি করে। তারা বলে, এ জমি তাদেরই এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদিও এলাকার হিন্দুদের প্রবল প্রতিবাদের কাছে তারা মাথা নত করে ও তাদের কাছে ওই জমিতে নামাজ পড়ার অনুমতি চায়। হিন্দুরা মুসলমানদের এই অনুরোধ মেনে নেয়। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন যখন দিনে দিনে নামাজির সংখ্যা বাড়তে থাকে। যেখানে মুসলমানরা নামাজ পড়ে তার পাশেই একটি হিন্দু মন্দির আছে। মন্দিরটিতে প্রত্যহ পূজার্চনা হয়।

এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে থাকায় হিন্দুরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা প্রশাসন ও মুসলমানদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে গেলে কেউ-ই তাদের পাত্তা দেয়নি। এরপর হিন্দুরা ২১শে জুলাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর প্রতিবাদ করে। ২৩শে জুলাই হিন্দুরা আজানের সময় জোরে আওয়াজকে কমাতে বললে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায়। দলে দলে হিন্দুরা বেরিয়ে এলে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলমানদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দুরা মারমুখী হয়ে ওঠে। তখন মানিকতলা থানা এক বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে। হিন্দুদের রাগকে প্রশমিত করতে তাদেরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এর কারণ হল হিন্দুরা বুঝতে পারে ক্রমশঃ যেভাবে এলাকায় বহিরাগত মুসলমানের আগমন হচ্ছে তাতে এলাকার গণচরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এ কথা তারা পুলিশদের জানায়। প্রশাসন থেকে এলাকা নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য পুলিশ পিকেটিং করা হয়েছে। জানা গেছে যে, পুলিশ হিন্দুদেরকে বিষয়টি নিয়ে থানায় একটা পিটিশন দেওয়ার কথা বলেছে। ঐ বিতর্কিত জমিতে মুসলমানরা একটি বোর্ড পুঁতে দিয়ে গেছে, যাতে লেখা আছে—এই জমি হাজি মনিরুদ্দিন মসক্ ও বারিয়াল গ্রাউন্ড ওয়াকফ এস্টেট আন্ডার ইসি নম্বর ১৩৮৫৬, ঠিকানা-১০১, মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৫৪।

রায়গঞ্জে হিন্দু বস্ত্র ব্যবসায়ী গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাতর গ্রামের বস্ত্র ব্যবসায়ী পলাশ ভট্টাচার্য ও পদ্ম ভট্টাচার্য আক্রান্ত হল সংখ্যালঘু দুষ্কৃতি দ্বারা। আক্রমণকারী অজিত আনসারি, কালাম আনসারি ও চৌলা আনসারি তাদের ব্যাপক মারধোর করে। জানা গেছে অজিম আনসারি ও তার দলবল, যারা এলাকায় জমির দালালি করে বেড়ায়, তাদের সাহায্যে ভট্টাচার্য ভাইয়েরা অঞ্চলে একটি জমি কেনে। দালালি বাবদ অজিজের প্রাপ্য তারা দিয়ে দিয়েছিল। ব্যবসায়ী পরিবার এই জমিতে একটি অত্যাধুনিক এক দোকান গড়ে তোলে। কিন্তু ৪ঠা জুলাই কালাম আনসারি আজিজ ও চৌলাকে নিয়ে পলাশবাবুর দোকানে যায় এবং দাবি করে যে দালালি বাবদ এখনও তাদের কিছু টাকা বাকি আছে। পলাশ ও পদ্ম ভট্টাচার্য বলে, তাদের দালালি বাবদ সমস্ত টাকা তারা দিয়ে দিয়েছে। কথা কাটাকাটি শেষে বচসায় পরিণত হয়। তখন কালামরা আরও কয়েকজন মুসলিম দুষ্কৃতি নিয়ে যারা আগে থেকেই দোকানের বাইরে অপেক্ষা করছিল, তাদের নিয়ে পলাশবাবু ও পদ্মবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দোকানে তারা ভাঙচুর চালায় ও পলাশবাবু ও পদ্মবাবুকে দারুণভাবে মারধোর করে। পদ্মবাবুর মানিব্যাগে চোদ্দ হাজার টাকা ছিল। দুষ্কৃতিরা সেই টাকা কেড়ে নেয় এবং দোকানের বেশ কিছু মালপত্র লুটপাট করে। এই ঘটনার প্রতিরোধে ও দুই ভাইকে বাঁচাতে তাপস ভট্টাচার্য এলাকার কিছু হিন্দু যুবককে ফোন করে। হিন্দু যুবকেরা ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই মুসলিম দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। দারুণভাবে আহত পদ্ম ভট্টাচার্যকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার পরিবার থানায় একটি এফ.আই.আর করে যার কেস নং হল ৬২৪, ৪/৭, ধারা ৪৪৮, ৩২৩ ও ৩৭৯। যদিও ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে কিন্তু কালপ্রিটদের ধরতে পারেনি। এলাকাবাসীর বক্তব্য পুলিশ দুষ্কৃতিদের ধরার ব্যাপারে কোনরকম তৎপরতা দেখায়নি।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতি থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম ধর্ম নিল কুখ্যাত সুরেশ সাহু

মহম্মদ আলি চিস্তি-র পূর্ব নাম ছিল সুরেশ সাহু—ধর্মান্তরিত হয়ে নব্য মুসলমান হয়েছে। কলকাতা-৬-এর হরিপাল লেনের বাসিন্দা। বর্তমানে মহম্মদ আলি এলাকার এক আলোচ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র হজরত আস্তানা শরিফ উরস্ মুবারক পালন করছে বলে নয়, সে সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকায় যেভাবে ইসলাম প্রচার করছে তাতে সাধারণ মানুষ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী প্রতি বছর উরস্ উপলক্ষে বাইরে থেকে প্রচুর মুসলমানের এলাকায় সমাগম হয় এবং এলাকার গণচরিত্রটা পাল্টে যায়।

প্রসঙ্গত, সুরেশ সাহু ও তার স্ত্রী প্রকৃত উড়িয়ার বাসিন্দা। এরা যখন শাঁখারিপাড়া বা নোড়াপাড়ায় থাকত তখন সি.পি.আই. (এম) করত ও পার্টির সাহায্যেই তারা ১৯৯১ সালে একটা বাড়ি কিনে হরিপাল লেনে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এলাকাবাসীর সঙ্গে তারা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারই করতো। কিন্তু ২০০৯ সালে হঠাৎ সুরেশের বাড়িতে পুলিশ এলে সমস্ত ব্যাপারটা ওলটপালট হয়ে যায়। জানা যায় যে সুরেশ সাহু ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে দেড় কোটি টাকা তছরূপ করেছেন। পুলিশ দেড় কোটি টাকা অনাদায়ে সুরেশ সাহুর বাড়ি ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি সিল করে দেয়। এই সময় সুরেশ এলাকা থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে যায়। এক নতুন পরিচয় নিয়ে ২০১২ সালে তাকে আবার এলাকায় দেখা যায়। সে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তার নতুন নাম হয় মহম্মদ আলি চিস্তি। সে তার মুসলমানের পরিচয় প্রচার করতে হরিপাল লেনের বাড়িতে একটি মাজার তৈরি করে। সকলে তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলে, এতদিন সে মুক্তিমার্গ খুঁজছিল। ইসলামের মধ্যে সে তা পেয়েছে। মৌলালী মাজারের পীরবাবা তাকে সেই পথ দেখিয়েছে। এখন তার বাড়িতে ইসলাম ধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমক করে পালন করা হয়। যদিও তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে কেউই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তারা এখনও হিন্দুই আছে।

সুরেশের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পেছনে আছে গভীর রহস্য। কোন মার্গদর্শন নয়, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি থেকে বাঁচতে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, এমনই এলাকাবাসীরা মনে করে।

বঙ্গীয় পুরোহিত সভা-র

উদ্যোগে

দ্বাদশ বার্ষিক সর্বভারতীয় মহা সম্মেলন

২২শে আগস্ট ২০১৩, বৃহস্পতিবার

স্থান ঃ মহামিলন মঠ, দক্ষিণেশ্বরের পূর্বে।

সময় ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

পণ্ডিত, পুরোহিত, যজমান, বুদ্ধিজীবী, তান্ত্রিক, জ্যোতিষ, মায়েরা এবং সমস্ত সংস্কৃত প্রেমী জনসাধারণকে এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012